২৫

আজকের কাগজ

তারিখ 05 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার উত্তপ্ত

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল আধাঘন্টা বন্দুকযুদ্ধ

ছাত্রদলের হাতে সাংবাদিক লাঞ্ছিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : গতকাল ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় ক্যাম্পাসে প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আধ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। এ সময় প্রায় শতাধিক রাউন্ড গুলি এবং ২০/২৫ রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। অবিরাম গুলির শব্দে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিরা আতংকিত হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়ে একজন রিকশাওয়ালা গুলিবিদ্ধ, ৫ জন আহত ও একজন অজ্ঞান হয়ে যায়। এ সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক দু'জন ফটো সাংবাদিক প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। একজন ফটো সাংবাদিকের কাছ থেকে ৩১৫ টাকা ছিনতাইয়েরও ঘটনা ঘটে। ছাত্রদলের কর্মিরা ওই টাকা ছিনতাই করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল সকাল থেকে ক্যাম্পাস ছিলো উত্তপ্ত। ছাত্রলীগ (শা-পা), গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এবং ছাত্রদল পৃথক পৃথক মিছিল ও সমাবেশ আয়োজন করে। জানা গেছে, মিছিল-সমাবেশ শুরুর আগে প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতিরা পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হয় এবং দু'জন নেতা জানান, মিছিল-সমাবেশ কোনো রকম উস্কানিমূলক শ্লোগান বা বক্তব্যদানে বিরত থাকবে। কিন্তু সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে প্রচুর অস্ত্রধারীর সমাগম ঘটে। বেলা বারোটা নাগাদ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-পা) মিছিল শুরু করে। মিছিল শেষে ছাত্রদল ডাকসু ভবনের বারান্দায় এবং ছাত্রলীগ (শা-পা) অপরাজেয় বাংলা পাদপীঠে সমাবেশের আয়োজন করে।

দু'দলেরই সমাবেশ চলাকালে কে বা কারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় পাঠাগার এলাকা থেকে পর পর ৪ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। অপরাজেয় বাংলায় অবস্থানরত ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতা-কর্মিরা ভেবে নেয় ছাত্রদল গুলি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অপরাজেয় বাংলা এলাকা থেকে অবিরাম গুলি বর্ষিত হতে থাকে। এ সময় একজন রিকশাওয়ালা পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। গুলির শব্দে ডাকসু ভবনের সামনে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতা-কর্মিদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে গুলির শব্দ উপাচার্যের বাসভবন এলাকাস্থ মল চত্বরের দিক থেকে আসতে থাকে। ছাত্রদল এ সময় মধুর ক্যান্টিন, আইবিএ মাঠ, লেকচার থিয়েটারের পেছনের দিক এবং ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল হয়ে সূর্যসেন হল এলাকায় যায়। এ সময়ের মধ্যে ছাত্রলীগ মল চত্বর এলাকা থেকে সূর্যসেন হল এলাকার দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় দু'টি ছাত্র সংগঠন সম্মুখ বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় এসি হালিম খানের নেতৃত্বে যুদ্ধ স্থানে পুলিশ বাহিনী আসে। পুলিশ ক্রমান্বয়ে টিয়ার সেল ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে মল চত্বরের দিকে। পুলিশের বাধায় ছাত্রলীগ পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ পর ক্যাম্পাস শান্ত হয়ে আসে।

জানা গেছে, গোলগুলি চলাকালীন লেকচার থিয়েটারের সামনে নাহিদ ফেরদৌস মিলি (সাংবাদিকতা ১ম বর্ষ) নামের একজন ছাত্রী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এছাড়াও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে গিয়ে আরো ৫ জন ছাত্রী আহত হয়েছে। ক্যাম্পাস শান্ত হবার পর ছাত্রদলের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মিরা অপরাজেয় বাংলায় ছাত্রলীগের (শা-পা) ব্যানার পুড়িয়ে দেয় এবং মাইক ভাঙচুর করে। ভাঙচুরের সময় কর্তব্যরত ফটো সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে ৩ জন ফটো সাংবাদিক ছাত্রদলের হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। ছাত্রদল কর্মিরা ফটো সাংবাদিক ইয়াসিন কবির জয়কে (দৈনিক জনকণ্ঠ) রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার করে। দৈনিক খবরের ফটো সাংবাদিককে (তপন দে) লাঞ্ছিত করে এবং তার কাছ থেকে ৩১৫ টাকা কেড়ে নেয় বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এছাড়া ছাত্রদল কর্মিরা ডেইলী মর্নিং সানের ফটো সাংবাদিক আবু তাহের খোকনকেও লাঞ্ছিত করে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এমকে মোর্শেদ ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান পিন্টু এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ছাত্র সংগঠন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পরে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবিএম মোশারফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন এ ব্যাপারে বলেন, আমরা ঘটনার সত্যতা জানি না। তবে ঘটনা সত্য হলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।